Raja N.L. Khan Women's College (Autonomous)
Sub.: Bengali, Paper- CC8, Sem.- 4th
Teacher : Dr. Bipul Kr. Mandal

বিশশতকের বাংলা নাটক : মনোজ মিত্র

বাংলা নাটকের ধারায় মনোজ মিত্র যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। বাংলা নাটকের ধারায় যারা নিজকৃত পথে নতুনত্বের আনয়ণ করেছেন এবং করে চলেছেন, তাদের মধ্যে মনোজ মিত্র অগ্রগণ্য। ব্যক্তিগত জীবনে একজন সফল অধ্যাপক রূপে তিনি জীবন নির্বাহ করেছেন কিন্তু অধ্যাপনা জীবনের থেকে নাট্যকার প্রযোজক ও অভিনেতা হিসেবে তিনি সাধারণের নিকট অনেক বেশি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি অসংখ্য নাটক রচনা করেছেন। তার বেশিরভাগ নাটক মঞ্চে অভিনীত এবং প্রশাংসাধন্য। 'নাটক সমগ্র' গ্রন্থে ৫৯ টি নাটক সংকলিত হয়েছে। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি রচনা করেন 'মৃত্যুর চোখে জল' নামে একটি নাটিকা। এই সময় থেকে তিনি নাটক রচনায় নিমগ্ন হন এবং ক্রমান্বয়ে নাটক রচনা করে চলেছেন। 'নাটক সমগ্রে' সংকলিত নাটকগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে গ্রন্থভূক্ত করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক নাটক এবং ছোটোদের নাটক– সব ক্ষেত্রেই তিনি অসামান্য প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা তিরিশ, একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা সাতাশ এবং ছোটোদের জন্য লেখা নাটকের সংখ্যা– দুই।

মনোজ মিত্র রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল : 'চাকভাঙা মধু' (১৯৭২), 'নেকড়ে' (১৯৭৩), 'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪), 'পরবাস' (১৯৭৫), 'কেনারাম বেচারাম' (১৯৭৭), 'নরক গুলজার' (১৯৭৭), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৮), 'মেষ ও রাক্ষস' (১৯৮০), 'রাজদর্শন' (১৯৮২), 'নৈশভোজ' (১৯৮৬), 'অশ্বত্থামা' (১৯৮৬), 'কিনু কাহারের থিয়েটার' (১৯৮৮), 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' (১৯৯০), 'দম্পতি' (১৯৯০), 'পুঁটি রামায়ণ' (১৯৯০), 'শোভাযাত্রা' (১৯৯১), 'দর্পণে শরৎশশী' (১৯৯৩), 'গল্প হেকিম সাহেব' (১৯৯৪), 'আত্মগোপন' (১৯৯৪), 'দেবী সর্পমস্তা' (১৯৯৫), 'ছায়ার প্রাসাদ' (১৯৯৭), 'পালিয়ে বেড়ায়' (১৯৯৯), 'নাকছাবিটা' (২০০০), 'মুন্নি ও সাত চৌকিদার' (২০০১), 'কুহুযামিনী' (২০০২), 'অপারেশন ভোমরাগড়' (২০০৩), 'রঙের হাট' (২০০৪), 'যা নেই ভারতে' (২০০৫) এবং 'ব্রিজের ওপর বাপি' (২০০৬)।

মনোজ মিত্র রচিত একাঙ্ক নাটকগুলি হল– 'মৃত্যুর চোখে জল' (১৯৫৮), 'পাখি' (১৯৬০), 'তক্ষক' (১৯৬৭), 'কালবিহঙ্গ' (১৯৬৮), 'টাপুর টুপুর' (১৯৭২), 'আমি মদন বলছি' (১৯৭৪), 'চোখে আঙুল দাদা' (১৯৭৬), 'সন্ধ্যাতারা' (১৯৭৯), 'বাবুদের ডালকুকুরে' (১৯৮১), 'তেঁতুল গাছ' (১৯৮১), 'সত্যি ভূতের গল্প' (১৯৮১), 'কাকচরিত্র' (১৯৮২), 'মঞ্চে চিত্রে' (১৯৮৫), 'পাকে বিপাকে' (১৯৮৫), 'ঘড়ি আংটি ইত্যাদি' (১৯৮৬), 'মহাবিদ্যা' (১৯৮৬), 'মদনের মঞ্চপণ্ড' (১৯৮৬), 'প্রভাত ফিরে এসো' (১৯৮৮), 'আঁখি পল্লব' (১৯৯০), 'টু-ইন-ওয়ান' (১৯৯২), 'রূপের আড়ালে' (১৯৯২), 'নিউ রয়্যাল কিসসা' (১৯৯২), 'দন্তরঙ্গ' (১৯৯২), 'স্মৃতিসুধা' (১৯৯৩), 'বৃষ্টির ছায়াছবি' (১৯৯৩), 'আকাশচুম্বন' (১৯৯৪) এবং 'বনজোছনা' (২০০৬)। মনোজ মিত্র ছোটোদের জন্য যে দু'টি নাটক রচনা করেছেন– 'চমচম কুমার' (১৯৮৫) এবং 'জয়বাবা হনুনাথ' (২০০৪)। স্মরণে রাখা দরকার এই তালিকার পরেও মনোজ মিত্র আরো নাটক রচনা করে চলেছেন, তাঁর লেখনি পূর্বের ন্যায় একই ভাবে বর্তমান রয়েছে।

* * *

নট-নাট্যকার অভিনেতা-মনোজ মিত্র ২২ ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতখিরার ধুলিহারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মনোজ মিত্রের শৈশব শিক্ষা শুরু হয়েছিল নিজের বাড়িতে। দেশভাগের সময় তাঁর পিতা অশোককুমার মিত্র পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এদেশে এসে মনোজ মিত্রের বিদ্যালয় শিক্ষা শুরু হয়েছিল বসিরহাটের নিকট একটি বিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে 'দর্শন' বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৫৮ সালে দর্শন বিষয়ে অনার্স পাশ করেন। এই সময় থেকে তিনি লেখালেখি শুরু করেন, অভিনয় শুরু করেন। অভিনয় সূত্রে এই সময় তিনি পরিচিত হয়েছিলেন নাট্যকার বাদল সরকার ও নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে। দর্শনে অনার্স পাশ করবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার কালে তিনি জনপ্রিয় অভিনেতা হয়ে ওঠেন। ওই সময় তিনি গড়ে তোলেন-'সুন্দরম' নাট্যগোষ্ঠী। কিছুকাল তিনি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিভাগের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রফেসর' হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। মনোজ মিত্র বর্তমানে 'সুন্দরম' নাট্যসংস্থার সভাপতি এবং 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি'র সভাপতি।

মনোজ মিত্র বিভিন্ন সময়ে নানা পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন। 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমি' তাঁকে পুরস্কৃত করেন ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পুরস্কার প্রদান করেন ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ১৯৮৩ এবং ১৯৮৯ তে সেরা নাট্যকারের পুরস্কার প্রদান করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৫ সালে তাঁকে 'গোল্ড মেডেল' প্রদান করেন। সেরা অভিনেতা হিসেবে 'ফ্লিম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ১৯৮০ সালে, বাংলাদেশ থিয়েটার সোসাইটি ২০১১ সালে তাঁকে 'মুণির চৌধুরী পুরস্কার' প্রদান করেন, ২০১২ সালে তিনি 'দীনবন্ধু পুরস্কার' লাভ করেন। সামগ্রিকভাবে মনোজ মিত্র তাঁর সমকালীনদের থেকে চিন্তা-চেতনায় অগ্রবর্তী। তিনি আজও সৃষ্টিকর্মে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন, আশাকরা যায় আগামী দিনে বাংলা নাট্যজগৎ তাঁর দ্বারা নানাভাবে সমৃদ্ধ হবে।

* * *

মনোজ মিত্র জীবনের অভিজ্ঞতায় একদা বলেছিলেন, "ইহজীবনের জরুরি সমস্যা আমাদের নাটক যেমন তুলে ধরেছে, এমন আর কেউ করেনি। .... আমাদের নাটকের অন্যনাম প্রতিবাদ, আক্রমন। ... পশ্চিমবঙ্গে যেখানে যে নাটক লেখা হয়, যতই কাঁচা আর অপটু হাতে হোক না কেন, সেই প্রতিবাদ করে, আক্রমণ করে, শত্রুকে চিনিয়ে দেয় এবং সংহার করে। কোনো শাসন তাকে রুখতে পারেনি, জরুরি অবস্থাও পারেনি।" মনোজ মিত্র তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই এই দায়বদ্ধতা পালনের চেষ্টা করেছেন। তিনি জীবনের সঙ্কট, সঙ্কটের কারণ ও পরিণাম বারবার নিজস্ব ঘরানায় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তত্ত্বের কাছে কখনো আসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করেননি বরং ব্যক্তি মানুষের অন্তর্লোকের আলো ছায়া তাঁর নাটকে বড় করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। 'চাক ভাঙ্গা মধু' দুই অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক। এটি মনোজ মিত্রের প্রথম প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই নাটকের প্রধান চরিত্র মাতলা যখন মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বন থেকে পদ্ম গোখরে ধরে আনে তখনই আমরা নাট্যকারের জীবনদৃষ্টির সন্ধান পেয়ে থাকি। মনোজ মিত্র যে চিরকাল শোষিতের পক্ষে এবং শোষকের বিপক্ষে সেটা তাঁর প্রথম নাটক 'চাকভাঙা মধু' থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

'নেকড়ে' নাটকে কংসারী পরস্ত্রী নীহারিকাকে ভোগ করবার নেশায় পাগলের মত আচরণ করতে থাকে। নীহারিকা নীজের নারীত্ব-সতীত্ব রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সে হাতে বাঘনখ পরে নেকড়ের মতো আচরণ করে কংসারীকে বলেছে, – "মনে পড়ে, মানুষের ভুঁই ভিটে কেড়ে নিয়ে তোমার দোরের ভিখিরি করেছ, জ্যান্ত মানুষের বুকের পরে গাড়ি ছুটিয়েছ, মনে পড়ে নতুন বরেরে আমার লাঠি মেরে ঘাড় ভেঙেছ, তোমারই কালো রক্তে এই পেটে কুচ্ছিত ছানা জন্মাছিল ঠাকুর।" এই নাটকে নেকড়ে নীহারিকার মধ্য দিয়ে নাট্যকার নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন সুকৌশলে এবং শিল্পিতভাবে। মনোজ মিত্রের অপর উল্লেখযোগ্য নাটক 'পরবাস'। এই নাটকে গজমাধবের ভাড়াটে বাড়িটাই হলো পরবাস। গজমাধব 'পরবাস ছাড়তে চায়নি; নতুন ভাড়াটে মন্দিরাও গজমাধবকে ভাড়াবাড়ি ছাড়তে নিষেধ করেছে।

মন্দিরা বলেছে, "না-না-যাবেন না-না।" ভাড়া বাড়ি এইভাবে মন্দিরা ও গজমাধবের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে দিয়েছে। এই 'পরবাস' নিছক 'কমেডি' গোত্রের নাটক নয়। মনোজ মিত্র এই নাটকে যেন একবানে সপ্ততালে পৌঁচেছেন। গৃহহীনতার বিড়ম্বনা, প্রৌঢ় বয়সে একা হয়ে যাবার বোধ, পড়শীদের সমবেদনা ও অনাদর, এই নতুন ভাড়াটে মন্দিরা কি গজমাধবের ফেলে আসা প্রথম যৌবনের গ্রাম্য বাগ্‌দত্তা 'কন্যে' ? না মন্দিরা ও রতনের নতুন করে ঘর বাঁধা– নাট্যকার ঠিক কোন দিকে আলো ফেলেছেন তা নিশ্চিৎ ভাবে বলা যায় না। অনেকে মনে করেন চেকভ-এর 'দ্য সীগাল' এর অনুসারী নাটক 'পরবাস'; কিন্তু আমাদের মনে হয় স্বাদে ও প্করণে মনোজ মিত্রের 'পরবাস' নিজস্বতায় ভরপুর।

'রাজদর্শন' মনোজ মিত্রের শ্রেণি ভাবনার নতুন ধারাভাষ্য। নাটকে লম্বোদরকে আগাগোড়া লোভী, আত্মসর্বস্ব ও পেটুক হিসেবে দেখানো হয়েছে। স্বার্থে ঘা পড়লে এই লম্বোদর নিজের স্ত্রী সন্তানের সর্বনাশ চাইতে দ্বিধাবোধ করে না। স্ত্রী ও ছেলেরা কলার কাঁদি খেয়ে নিলে সে চিৎকার করে বলে ওঠে, "মাগী বছর বছর বিয়োচ্ছে, আর আমার কপাল থেকে একটি করে সুখাদ্য উঠে যাচ্ছে র‍্যা .... নির্বংশ করো .... হে ভগবান নির্বংশ করো।" এই লম্বোদর কেমন স্বামী ? এই লম্বোদর কেমন পিতা ? এই লম্বোদরকে মনোজ মিত্র নতুন ভাবে মঞ্চে এনেছেন। শুধু তাই নয়, এই লম্বোদর কখনও ব্যক্তি, কখনো আবার শ্রেণি-প্তিনিধিরূপে নাটকে অঙ্কিত হয়েছে। এরকমই নানান ব্যঞ্জনায় মনোজমিত্রের নাটকগুলি কালজয়ী হতে পেরেছে। 'শিবের অসাধ্যি' তে দেখানো হয়েছে শিবের চাইতেও জোতদারের ক্ষমতার প্রাবল্যও বিস্তার। 'মেষ ও রাক্ষস' নাটকে পৌরাণিকতার আড়ালে সমাজের নগ্নতা প্রকাশ পেয়েছে। টাকা কীভাবে ফুটবল খেলাকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই কথা রয়েছে 'আত্মগোপন' নাটকে। মৌর্য রাজবংশের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'ছায়ার প্রাসাদ'। ভ্রমর গড়ের রাজা ভ্রমর চন্দ্রের আখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে দুই অঙ্কের নাটক 'অপারেশন ভোমরাগড়'। 'গল্প হেকিম' রূপক নাটক। এখানে একদিকে অর্থ বিত্তের চক্রান্ত ও পরাক্রম এবং অন্যদিকে হেকিম সাহেবের মানবিক মূল্যবোধ নাটকটিকে চূড়ান্ত উৎকর্ষতা দান করেছে।

মনোজ মিত্রের অন্যতম স্মরনীয় সৃষ্টি 'সাজানো বাগান' নাটকটি। ১৯৭৬ সালের শেষাশেষি সময়ে 'সাজানো বাগান' লেখা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ৫ ই এপ্রিল 'সাজানো বাগান' এর প্রথম অভিনয় হয়েছে। তবে, পরে এই নাটক আবার পুনর্লিখিত হয়েছে, নতুন চেহারায় 'সাজানো বাগান' প্রথম অভিনীত হয়েছে ৭ নভেম্বর ১৯৭৭ সালে। ৯৫ বছরের বৃদ্ধ বাঞ্ছারাম কাপালির 'সাজানো বাগান' যেন্‌তেন্‌ প্রকারে আত্মসাৎ করতে চায় ৺ছকড়ি দত্তের পুত্র নকড়ি দত্ত। জীবৎকালে ছকড়ি দত্ত সমস্ত চেষ্টাকরেও ব্যর্থ হয়েছে, তার মৃত্যুর পর পুত্র নকড়ি সেই বাগান হাতানোর চেষ্টা করছে কিন্তু নকড়ির চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। নাটকের শেষে দেখা যায় নকড়ির মৃত্যু হয়েছে; বাঞ্ছারাম কিন্তু নতুনভাবে জীবনের রসাস্বাদন করছে। দুই অঙ্কে এই নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। বাঞ্ছরাম, নকড়ি দত্ত, গুপি ও পদ্ম চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকারের সাফল্য প্রশ্নাতীত। নাটকের ভাষা-সংলাপ নাট্যক্রিয়াকে (action) ও চরিত্রগুলিকে জীবন্তরূপ দান করেছে। নানা ধরণের নাটক রচনা করেছেন মনোজ মিত্র। স্বর্গ থেকে নরকে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষই মানুষের শেষ আশ্রয়। মানুষের উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। মানুষের সঙ্গে সংলগ্নতা খোঁজার আগ্রহ থেকেই তিনি গড়ে তুলেছেন 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'। এই নাটকের জন্ম হয়েছে যেন শিকড়হীনতা ও শিকড়খোঁজার ব্যাকুলতা থেকেই। অলকানন্দার সন্তান না থাকা বা সন্তান না হওয়ার সম্ভাবনা না থাকাটাই এ নাটকের প্রধান কথা নয়। অলকানন্দা আসলে একালের প্রতিবাদী এবং ব্যতিক্রমী একজন নারী। অলকানন্দা সময়ের সমস্ত যন্ত্রণাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র, যা অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর গভীরতর অসুখের মাঝে 'মাদার ইমেজ' নিয়ে অলকানন্দা অভিব্যক্ত হতে চাইলে তার দুই পালিত পুত্রকন্যা শুভ ও মানসী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানসীর সাংসারিক সংকট ও শুভর অবিমৃষ্যকরিতায় মা অলকানন্দা বিচলিত বোধ করেছে। জননী দেন জন্ম, লালন করেন মাতা। অলকানন্দা জননী হতে পারেনি তবে সে যথার্থ মা হতে পেরেছে। নিজের পুত্র-কন্যাকে রক্ষা করবার জন্য সতত সচেষ্ট থেকেছে অলকানন্দা। এইরকম অসংখ্য নাটকে মনোজ মিত্র জীবনকে, জীবনের সঙ্কটকে ভাষা দান করেছেন– কখনো একাঙ্কে বা

পূর্ণাঙ্গ নাটকে। 'চোখে আঙুল দাদা', 'টু-ইন-ওয়ান', 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকে বা 'কিনু কাহারের থিয়েটার' প্রবন্ধে বা আরো অজস্র সৃষ্টিতে মনোজ মিত্র জীবনের প্রতি তাঁর সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ করেছেন। মনোজ মিত্র এবং তার সৃষ্টি তাই কালোর সীমানায় আবদ্ধ নয়; তিনি এবং তাঁর সৃষ্টি কালোত্তীর্ণ।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

ক. প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১০ নম্বর।

১। বাংলা নাটকের ধারায় মনোজ মিত্রের অবদান আলোচনা করো।

খ. প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২ নম্বর।

১। মনোজ মিত্রের প্রথম লেখা নাটকটির নাম ও প্রকাশকাল লেখো।

২। 'সাজানো বাগান' নাটকের প্রথম প্রকাশকাল লেখো। কোথায় প্রথম অভিনীত হয়েছিলো ?

৩। মনোজ মিত্রের যে কোনো চারটি একাঙ্ক নাটকের নাম লেখো।

৪। মনোজ মিত্রের নিজের নাট্যদলটির নামে লেখো। এটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ?